স্বামী-স্ত্রীর উদ্দেশ্য মাওলানা তারিক জামিল

সুখময় জীবনের খোঁজে

অনুবাদ
হাফেয মাওলানা আমিন আশরাফ

প্রকাশনায়
রাহনুমা প্রকাশনী ™

সূচিপত্র

বয়ান-১

মানবজাতির সূচনা ও পরিসমাপ্তিতে স্বামী-স্ত্রী—১১
স্ত্রীকে অনুমতি দিতাম যেন স্বামীকে সিজদা করে—১৩
কারও অবাধ হস্তক্ষেপে স্বামী-স্ত্রীতে যেন ফাটল না ধরে—১৪
স্ত্রীকে তালাক দিলে আরশ কাঁপতে থাকে—১৫

বয়ান-২

দু-জাহানের সর্দারের ওলিমা—১৮
আসমানে বিয়ে—১৯
ঈজাব-কবূল ছাড়া বিয়ে হবে না—১৮
জীবন্ত মুজিযা—২১
জান্নাতি মহিলাদের সর্দার হযরত ফাতিমা রাযি.-এর ওলিমা—২২
বিয়ে সমাজের বংশীয় দর্পণ—২৬

বয়ান-৩

কেমন হওয়া উচিত বিয়ে-শাদীর সূচনা—২৯
বিয়ের সূচনা পর্ব—২৯
নবীর পরশে ধন্যরা এমনিই হন—৩২
আলী ও ফাতিমার মধ্যে সন্ধি করে দিয়েছেন আল্লাহর নবী—৩৪

বয়ান-৪

দুজন দুজনের কাছে পোশাকস্বরূপ—৩৮
যে দেশে আত্মহত্যা করা জায়েয—৩৮
স্বামী একে অপরের জন্য সৌন্দর্যস্ফুরণ! —৩৯
সাবধান স্ত্রীর গায়ে হাত তুলবেন না—৪১
একে অপরের প্রতি ক্ষমাশীল আচরণ করা—৪২
সীমাতিরিক্ত শাসন সন্তানকে হঠকারী বানিয়ে দিতে পারে—৪৩

একে অপররের দোষ ত্রুটি বরদাশত করা—৪৩
হাদিয়া-তোহফা একে অপরের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে—৪৪

বয়ান-৫

পরস্পরের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা প্রকাশ করুন—৪৭
স্বামীর জন্য উচিত স্ত্রীর জন্য আলাদা থাকার ব্যবস্থা করা—৫১
একে অপরকে বুঝার চেষ্টা করতে হবে—৫৩

বয়ান-৬

আল্লাহ তাআলার বড়ো বড়ো নিদর্শনের মধ্যে অন্যতম নিদর্শন
হল স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সু-সম্পর্ক —৫৬
বড়ো অলৌকিক ঘটনা হল— তাঁর স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি—৬৩
স্বামীর হকের প্রতি খেয়াল রাখুন—৬৪
সাবধান! বাবা-মার সঙ্গে অসদাচারণ করা থেকে—৬৫
স্ত্রীর বিরুদ্ধে উত্থিত অভিযোগ যাচাই-বাছাইয়ের অভ্যাস করুন—৬৫
হযরত রাবিয়া বসরী রহ.-এর স্বামীর প্রতি আনুগত্য—৬৭
স্ত্রী ও বাচ্চাদের জন্য একটা স্পেশাল সময় নির্ধারণ করুন—৬৮
স্ত্রীদের সঙ্গে আল্লাহর নবীর আনন্দ-খুশি—৬৯

বয়ান-৭

কেমন হওয়া উচিত দুজনের মধ্যকার সম্পর্ক—৭১
দুজন দুজনের হক আদায় করতে হবে—৭৫
ফেরাউনের স্ত্রীর ঈমান—৭৭

বয়ান-৮

পরিবার ব্যবস্থাপনা আল্লাহ তাআলার এক অপার দান—৮১
আত্মাহত্যার দেশে—৮২
কেউ একশতে এক শ পায় না—৮৪
জবানকে সংযত করুন—৮৬

মানবজাতির সূচনা ও পরিসমাপ্তিতে স্বামী-স্ত্রী

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَىْءٌ وَّهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ

وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا

مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اَمَّا بَعْدُ.

সম্মানিত শ্রোতামণ্ডলী!

একটি কথা সবার কাছে আরজ করতে চাই। কয়েকদিন আগে আমার ছেলে আসেম-এর ওলিমা ছিল। এ-সম্পর্কিত কিছু কথা ওই অনুষ্ঠানে বলেছিলাম। সে কথাগুলো আজ আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চাচ্ছি–

সম্পর্কের মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সবচেয়ে বিপদজনক এবং সবচেয়ে বড় সম্পর্ক হল— 'মিয়াবিবি' বা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক। আমরা দেখতে পাই, আল্লাহ তাআলা মানুষ সৃষ্টির সূচনা করেছেন স্বামী-স্ত্রীর মাধ্যমে— হযরত আদম আলাইহিস সালাম এবং তাঁর স্ত্রী হাওয়া আলাইহাস সালাম। মানুষ সৃষ্টির শুভ সূচনা ঘটে স্বামী-স্ত্রীর মাধ্যমে। আর এই দুজনের মাধ্যমে পৃথিবীতে মানবজাতি অস্তিত্ব লাভ করে।

যখন তাঁদের সন্তান হয়— তখন তারা বাবা-মা হন।

যখন সন্তানদের বিয়ে দেওয়া হয়— তখন শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী হন।

যখন তাদেরও সন্তান হয়— তখন তারা দাদা-দাদী এবং নানা-নানী হন।

সুতরাং মানুষ সৃষ্টির ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হল— স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক। এর পরিসমাপ্তিও আল্লাহ তাআলা স্বামী-স্ত্রীর মাধ্যমেই করবেন। তার অর্থ হল, কিয়ামত পর্যন্ত এ-বন্ধন টিকিয়ে রাখবেন। আমরা আশা করব, আল্লাহ তাআলা তাঁর দয়া ও করুণায় আমাদের সবাইকে জান্নাতে

পৌঁছাবেন। সারা দুনিয়ায় কালিমার দাওয়াত সকল উম্মতের কাছে পৌঁছাবেন।

জান্নাতে যে জীবন-যাপন আল্লাহ তাআলা সংরক্ষিত রেখেছেন, তা স্বামী-স্ত্রীর জন্যই লুকায়িত রেখেছেন-

জান্নাতে প্রত্যেক পুরুষ তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে অবস্থান করবে।

প্রত্যেক মহিলা তার স্বামীর সঙ্গে বসবাস করবে।

জান্নাতে পরস্পরে মেলা-মেশা, দুজন দুজনের নিকট থেকে আরও নিকটে, কাছ থেকে আরও কাছে অবস্থান করবে। সেখানে স্বামী-স্ত্রী একত্রে বসবাস করার সব রকম সুব্যবস্থা আল্লাহ তাআলা তাদের দুজনের জন্য রেখেছেন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কুরআনে পাকে বলেছেন–

جَنَّةُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ.

অর্থ– স্থায়ী জান্নাত, সেখানে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতা-মাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে তারাও, এবং ফিরিশতাগণ তাদের নিকট উপস্থিত হবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে। (সূরা রা'দ :২৩)

স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, ভাই-বোন সবাই একে অপরের কাছাকাছি বসবাস করবে। কিন্তু জান্নাতে প্রত্যেক স্বামী-স্ত্রী আলাদা আলাদা অবস্থান করবে।

তাই, আমরা বলতে পারি, মানবজাতির শুরুটা স্বামী-স্ত্রীর মাধ্যমে এবং এর শেষটাও আল্লাহ তাআলা স্বামী-স্ত্রীর মাধ্যমেই করবেন। দুনিয়াতে যত বিয়ে শাদী হবে— পুরুষ-মহিলা, ছেলে-মেয়ের! তাদের কারও বিয়ে যদি ভেঙে যায়; আল্লাহ তাআলার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তাঁদের মধ্যে যারা জান্নাতী হবে, জান্নাতে নেক আমলের স্তর অনুযায়ী তাদের পরস্পরের মাঝে আল্লাহ তাআলা বিয়ে দিয়ে দেবেন। তারা জান্নাতে সুখে-শান্তিতে অনন্তকাল বসবাস করবে।' মানবজাতির সূচনাও স্বামী-স্ত্রী এবং এর সমাপ্তিও স্বামী-স্ত্রীর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আমাদের বুঝালেন যে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা যেনতেন নয় অনেক গুরুত্বের দাবি রাখে।

স্ত্রীকে অনুমতি দিতাম যেন স্বামীকে সিজদা করে

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটাকে এমনভাবে মজবুত করেছেন, কোনো কারণেই যেন তাঁদের দুজনের মধ্যে ফাটল, ঝগড়া-ফাসাদ এবং বাকবিতণ্ডা না হয়। আপনাদের সামনে একটি হাদীস পেশ করতে চাই!

'সিজদা!' আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়ত অনুযায়ী শুধু আল্লাহ তাআলার জন্যই। সেটা ইবাদতের সিজদা হোক, তাজিম বা সম্মানের সিজদা হোক না কেন; তা শুধু আল্লাহ তাআলার জন্যই হবে। তিনি ছাড়া অন্য কারও কাছে মাথা নত করার অনুমতি আল্লাহ তাআলা কাউকে দেন নি। এমনকি তাঁর শেষ নবী আকায়ে নামদার তাযদারে কায়েনাত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও দেন নি। কিন্তু একটি আশ্চর্য কথা হল, তিনি (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

'এক আনসারীর বাগানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গেলেন। একটা উট রাসূলকে দেখে দৌড়ে এসে সিজদা করল। সাহাবায়ে কেরাম রাযি. আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! উট আপনাকে সিজদা করতে পারলে আমরাও তো আপনাকে সিজদা করতে পারি!' নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আমার আনিত শরীয়তে-ইসলামী বিধান অনুযায়ী আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকেই সিজদা করার অনুমতি নেই। তবে আমি যদি কাউকে সিজদা করার অনুমতি দিতাম, তবে স্ত্রীকে অনুমতি দিতাম যেন সে তার স্বামীকে সিজদা করে।' তিনি বলতেই থাকেন, 'এরপর যদি কাউকে অনুমতি দিতাম, তাহলে সন্তানকে দিতাম, যেন তারা মা-বাবাকে সিজদা করে।'

এখানে মা-বাবা যেহেতু মুরব্বি তাই তারা সবচেয়ে বেশি সম্মানিত। তারাও সিজদা পাবার সবচেয়ে বেশি হকদার। তবে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবচেয়ে বেশি তাগিদ-গুরুত্ব প্রদান করেছেন স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারে, যেহেতু মানবজাতির সূচনা ও সমাপ্তিতে স্বামী-স্ত্রীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সেজন্যই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

'যদি আমি মানুষের মধ্যে কাউকে সিজদা করার অনুমতি দিতাম তবে স্ত্রীকে বলতাম সে যেন তার স্বামীকে সিজদা করে।'

কারও অবাধ হস্তক্ষেপে স্বামী-স্ত্রীতে যেন ফাটল না ধরে

আমাদের সমাজে বহিরাগত হস্তক্ষেপের কারণে স্বামী-স্ত্রীর অটুট বন্ধন মুখ থুবড়ে পড়ে। এ বিষয়টা আমাদের সমাজে এমনভাবে ঘাঁপটি মেরে আছে, বাবা-মা অনেক সময় স্বামীর-স্ত্রীর মাঝে কোনো বিষয়ে এমনভাবে অনুপ্রবেশ করেন এবং অনধিকার চর্চা করেন, যার কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধুময় সম্পর্কে ফাটল ধরে। এমনকি এই চর্চাটা কোনো সময় স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের পরিসমাপ্তিও ঘটিয়ে থাকে। কখনও মেয়ের বাবা-মার কারণেও এই সুখ-আনন্দময় সম্পর্কটা আস্তে আস্তে ফিঁকে হয়ে আসে।

বিয়ের পর স্ত্রীর উপর সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হল, সে যেন তাঁর স্বামীর সঙ্গে চমৎকার ব্যবহার করে। স্বামীকে খুশি করার দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নেয়, কিন্তু অনেক সন্তান-সন্ততিই মা-বাবার অন্যায় প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে নিজেদের সোনালি সংসার বিনাশের বিষ প্রয়োগ করে। অনেক সন্তানই–

'আমার মা,
আমার বাবা,
আমার ভাই,
আমার বোন,'-এর অন্ধ প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে নিজেদের সংসারে আগুন লাগায়।

মা-বাবাকে সম্মান করা একটা পবিত্র দায়িত্ব।
ছেলে তার বাবা-মাকে সম্মান করবে।
মেয়ে তার বাবা-মাকে সম্মান করবে।
স্বামী তার স্বজনদের সম্মান করবে।
স্ত্রীর তার স্বজনদের সম্মান করবে।

তাই বলে স্থান-কাল-পাত্র ভুলে স্বামী-স্ত্রীর উভয়ে তাদের প্রতি 'আল্লাহ প্রদত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক'-এর বলিদান করবে না। এ কথার অর্থ হল, বাবা-মা এবং অন্যান্য স্বজনরা তাদের নিজ নিজ জায়গায় অবশ্যই সম্মান পাবেন, তবে তাদের ব্যাপারে অন্ধ হয়ে তাদের অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়ে স্বামী যেমন স্ত্রীকে অবহেলা বা অসম্মান করতে পারবে না, তেমনি স্ত্রীও স্বামীকে অসম্মান করতে পারবে না। স্বামী-স্ত্রী নিজ সম্পর্ককে অটুট রেখে, নিজের জায়গায় অনড় থেকে তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে যেতে হবে।

আমি বড় দুঃখের সঙ্গে বলছি, এই ধরনের ঘটনা আমাদের দেশে হয়েছে এবং হয়েও চলেছে! স্বামী-স্ত্রী দুজনের পবিত্র সম্পর্কের মাঝে কাউকে হস্তক্ষেপের সুযোগ দেয়া যাবে না, যাতে দুজনের সম্পর্কের ভরাডুবি সম্পন্ন হয়। এমন যেন না হয়—

সন্তানের কারণে বাবা তার মাকে অসম্মান করে,

সন্তানের কারণে মা তার বাবাকে অসম্মান করে।

সন্তানের ভালোবাসায় অন্ধ হয়ে স্বামী-স্ত্রী একে অপরের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে পারবে না। তেমনি স্ত্রীরও উচিত হবে সেও যেন তার স্বামীর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার না করে।

আমি অনেক শুনেছি এবং দেখেছি যে, নিজের সন্তানের কারণে স্ত্রী স্বামীর হক নষ্ট করছে।

অনেক অভিভাবক তার সন্তানের মুহাব্বতের কারণে তার স্ত্রীর হক নষ্ট করছে। সন্তান-সন্ততি অবশ্যই বাবা-মার স্নেহাস্পদ, তবে এই সম্পর্ককে এতোটা নিয়ন্ত্রণহীন করা যাবে না, যাতে দুজনের সম্পর্ক হয়ে যায় একটা ডুবন্ত তরী।

আল্লাহ তাআলা এ-বন্ধনকে মজবুত ও অটুট রাখার জন্য কুরআন পাকে অনেক আয়াত অবতীর্ণ করেছেন, অন্যদিকে এ-ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরও অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

স্ত্রীকে তালাক দিলে আরশ কাঁপতে থাকে

ফুকাহায়ে কেরামের একটি কথা আপনাদের বলছি,

'এক লোক বলল, ইনশাআল্লাহ! আমার প্লট মসজিদের জন্য ওয়াকফ করে দিলাম।'

ইনশাআল্লাহ মানে হল যদি আল্লাহ চান, এখানে লোকটি বলেছে, 'আল্লাহ চাইলে!' ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, লোকটির প্লট ওয়াকফ হয়ে যাবে, কখনো সে তার প্লট ফেরত নিতে পারবে না। কিন্তু এই লোকই যদি এটা বলে, 'ইনশাআল্লাহ আমার স্ত্রী তালাক!' তখন ফুকাহায়ে কেরাম বলেন, 'এ তালাক হবে না,' কারণ, সে তার স্ত্রীর তালাকটা চাচ্ছে, আর তা আল্লাহ তাআলা চাইলে। সহজ কথায়, 'আল্লাহ যদি চান তাহলে আমার স্ত্রী তালাক।' আর এই তালাক পতিত না হওয়ার কারণ হল, আল্লাহ কখনো

চান না কারও স্ত্রী তালাক হোক। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আলী! তালাক থেকে বাঁচা উচিত। যখন কেউ কোনো কারণে তার স্ত্রীকে তালাক দেয়, তখন আল্লাহ তাআলার আরশ কাঁপতে থাকে। আল্লাহ তাআলা এ-সম্পর্কের শুভ সূচনা করেছেন সম্পর্কটা টিকিয়ে রাখার জন্য, সম্পর্ক শেষ করে দেওয়ার জন্য না।' তিনি এ-সম্পর্কের চমৎকার রূপ দিয়েছেন। অনেক সুন্দর করে গড়ে তুলতে বিধানও দিয়েছেন, সুন্দরের পরিপূর্ণতার জন্য বিধানের বাস্তবায়নের জোর তাগিদ দিয়েছেন।

সম্মানিত উপস্থিতিদের বলব, এ-সম্পর্কটাকে সুন্দর রাখতে এবং একে মর্যাদাময় করে তুলতে আশপাশের সম্পর্ক বজায় রেখে— আশপাশ মানে অন্যান্য আত্মীয়দের সঙ্গে সু-সম্পর্ক বজায় রেখে এ উভয়ের সুখময় সম্পর্ককে স্থায়ীত্ব করে তোলা উচিত। অন্যান্য সম্পর্কে এমনভাবে না দেখা, যাতে স্বামী-স্ত্রীর জীবন টালমাটাল হয়ে পড়ে। নিজেদের মাঝে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়।

তো! জীবন আরও সুন্দর এবং আরও সুখময় হয়ে উঠুক, যাতে সন্তান-সন্ততির উপর এর প্রভাব পড়ে এবং উভয় খান্দানের উপর এই সুন্দরের আছর পড়ে। আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনাকে আমল করার তাওফিক দান করুন। আমীন!